

- প্রবন্ধকোষ ও রাজমালা : রাজশেখর রচিত প্রবন্ধকোষ এবং সোমেশ্বর রচিত রাজমালা থেকে গুজরাটের রাজবংশগুলির সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়।
- গীতগোবিন্দম্ : সেনযুগের কবি জয়দেব এই গ্রন্থের রচনা করেছিলেন।
- চাচুনামা : আরবী ভাষায় লিখিত চাচুনামা গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন মহম্মদ আলি বিন আবু বকর কুফি। এই গ্রন্থের আরবীদের সিদ্ধু বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে।
- ত্বহকিক-ই-হিন্দ : এই গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত পণ্ডিত আলবেরুনী। তিনি গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন। এই গ্রন্থে সমকালীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বর্ণিত আছে।
- ত্ববকৎ-ই-নাসিরী : এই গ্রন্থের রচয়িতা মিনহাজ উস-সিরাজ। এই গ্রন্থে সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদের (১২৪৬-৬৫) রাজত্বকালের বিবরণ লিখিত আছে।
- তারিখ-ই-ফিরোজশাহী : এই গ্রন্থের রচয়িতা জিয়াউদ্দিন বরনী। এই গ্রন্থে ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালের বর্ণনা করা হয়েছে।
- মসির-ই-রহিমী : এই গ্রন্থের রচয়িতা আব্দুল বাকি।
- তাজকিয়াত্-উল-ওয়াকত্ : এই গ্রন্থের রচয়িতা হুমায়ূনের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর জৌহর। এই গ্রন্থে হুমায়ূনের সমকালীন মুঘলদের বর্ণনা এবং পারস্যে থাকাকালীন হুমায়ূনের বিয়দ বিবরণ লিখিত আছে।
- তুজুক-ই-বাবরী : মুঘল সম্রাট বাবর স্বরচিত আত্মজীবনী।
- আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা : এই গ্রন্থদুটির রচয়িতা মুঘলযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আকবরের সভাসদ আবুল ফজল।
- তুঘলকনামা : আমীর খসরু রচিত এই গ্রন্থটি সিন্ধুদেশে আরব শাসনের উপর আলোকপাত করার প্রধান সাহিত্য উপাদান। এই গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন মহম্মদ আলি বিন আবু বকর কুফি।
- দেবলরানী খিজির খান : এর রচয়িতা আমীর খসরু। গ্রন্থটিতে গুজরাটের অপহৃত রাজকন্যা দেবলাদেবী ও আলাউদ্দিন খলজীর পুত্র খিজির খানের প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।
- খাজাইন-উল-ফুতুহ : ঐতিহাসিক আমীর খসরু বিরচিত এই গ্রন্থ থেকে খলজী ও তুঘলক রাজত্বের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।
- ফুতুহ-উস-সালাতিন : এই গ্রন্থটি রচনা করেন তুর্ক-আফগান যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক খাজা আবদুল্লাহ মালিক ইসামিদ। এই গ্রন্থ থেকে সুলতান মামুদের সময়কাল থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত এক ধারাবাহিক তথ্য জানা যায়।
- তারিখ-ই-মুবারকশাহী : এই গ্রন্থটির রচয়িতা ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সরহিন্দী। এই গ্রন্থটি সৈয়দ বংশের শাসনাধীন পর্বের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।